পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

২০২১-২০৩০

সিটি কর্পোরেশন

মে ২০২১

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০

সিটি কর্পোরেশন

প্রকাশক
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতায়
টেকনিক্যাল: আইটিএন-বুয়েট
আর্থিক: জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)

প্রকাশকাল
মে ২০২১

প্রস্তুতকরণ
কার্যকরি কমিটি, স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কপিরাইট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি স্বাপেক্ষে এ প্রকাশনাটি আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে যেকোনো মাধ্যমে পুনর্মূদ্রণ করা যাবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

২০২১-২০৩০

সিটি কর্পোরেশন

মে ২০২১

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর অধীন পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেক্টরের জন্য 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চল, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও মেগাসিটি ঢাকার জন্য পৃথক পৃথক "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি সরকারের প্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। এ লক্ষ্য সামনে রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এ কর্মপরিকল্পনায় 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' বাস্তবায়নের একটি পথ-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি একটি সমন্বিত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে এবং প্রত্যাশিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-6.2) অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গত কয়েক দশক ধরে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। এখন প্রয়োজন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আলোকে আরো সুসংহত ও কার্যকর করা। জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' বাস্তবায়নের এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কার্যকরি ও সময়োচিত বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, এ কর্মপরিকল্পনাটি একটি ব্যাপক ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৃণমূল থেকে নীতিনির্ধারক পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি সত্যি উৎসাহ ব্যাঞ্জক যে, ডকুমেন্টটি প্রণয়নে গৃহীত অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াটি একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে, যা সুশাসনের সার্বিক লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের সরকারি অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতিকে এগিয়ে নেবে বলে আমার বিশ্বাস।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের পাশাপাশি যুগপৎভাবে এ কাজে নিয়োজিত ওয়ার্কিং কমিটি, বিষয় ভিত্তিক সাব-কমিটি, টেকনিক্যাল সাপোর্ট কমিটি, এলসিজি সাব-গ্রুপ সহ বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সেক্টর প্রফেশনালগণ, জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম এবং সর্বোপরি স্থানীয় সরকার বিভাগের অবদানের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য ভূমিকা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। আমি আশাবাদী যে, আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগীগণ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করবেন এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন। দেশে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই পয়ঃনিষ্কাশন সেবা নিশ্চিত করতে আমরা সক্ষম হব। যা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৬.২ অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু!

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে আমাদের ব্যাপক অগ্রগতি সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে আমাদের অর্জন বিশেষভাবে ঈর্ষণীয়। সম্প্রতি আমরা মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। যা আমাদের জাতীয় বৃৎপত্তি ও সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী পরিকল্পনা ও সঠিক নেতৃত্বে সম্ভবপর হয়েছে।

পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা ও সঙ্কট অতিক্রমে আমাদের সাফল্য এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে ১৯৯০ সালে দেশে জনসংখ্যার কমপক্ষে ৩৪% উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগে অভ্যস্ত ছিল, সেখানে বর্তমানে সেই হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও জনগনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

দেশে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হলেও পরিবেশে পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের ফলে আমাদের সকল অর্জন এখন হুমকির মুখে। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে প্রণীত হয়েছে 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো'। পল্লী অঞ্চল, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং মেগাসিটি ঢাকার জন্য পৃথক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই আইনি কাঠামোগুলো সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আমি মনে করি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন একটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৬ অর্জনে এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আমাদেরকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের পথপরিক্রমায় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন (safely managed sanitation) অর্জনের ক্ষেত্রে এ কর্মপরিকল্পনা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকান্ড সম্পাদনে সর্বাত্মক সহায়ক হবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ শাখার অতিরিক্ত সচিবসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মীবৃন্দ এবং যুগ্মসচিব (পলিসি সাপোর্ট) এর সক্রিয় ভূমিকা এবং তাদের সকলের নিরন্তর সহায়তার জন্য তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' অনুযায়ী কার্যকরি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন অবস্থার উন্নয়নকল্পে এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৬.২ অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ

অতিরিক্ত সচিব
পানি সরবরাহ অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগ

মুখবন্ধ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে আমাদের সাফল্য অনেক, কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনো আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে যা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। এ আইনি কাঠামো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে একটি 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন অত্যন্ত কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আমি মনে করি, এসডিজি ৬.২ অর্জনে এ কর্মপরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য আমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি'র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর প্রতি যার সার্বক্ষণিক উপদেশ এবং সহায়তায় এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে।

নিরলসভাবে নিবেদিত থেকে এ বিশেষায়িত কাজটি সু-সম্পন্ন করার পেছনে ভূমিকা পালন করায় আইটিএন-বুয়েট এর পরিচালক অধ্যাপক ড. তানভীর আহমেদকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য সেক্টর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. মোঃ মুজিবুর রহমান এর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে তাদের সার্বিক সহযোগিতা ও অবদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সে সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ, সিটি কর্পোরেশনসমূহ, ইউনিসেফ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সেক্টর বিশেষজ্ঞগণকে তাদের অবদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আশাবাদী যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এসডিজি ৬.২ অর্জনে এবং দেশে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মুহম্মদ ইবরাহিম

ITN-BUET
Centre for Water Supply and Waste Management

MUJIB 100
মুজিব শতবর্ষ

পরিচালক
আইটিএন-বুয়েট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো প্রণয়ন করে। পরবর্তীকালে, এই কাঠামোটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন মাসে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার মাধ্যমে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের (জাতীয় ও স্থানীয়) জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের চলমান এবং ভবিষ্যত পদক্ষেপগুলোর কার্যকরি বাস্তবায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের জন্য এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী অঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকা) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কাঠামো রয়েছে, সেহেতু এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পৃথক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে সারা দেশে এফএসএম সেবা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো গৃহীত হয়েছে। সারা দেশে এফএসএম অবকাঠামো এবং বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার তথ্যের উপর ভিত্তি করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সদস্য এবং স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় আইআরএফ-এফএসএম প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো তৈরিতে নেতৃত্ব প্রদান করা আইটিএন-বুয়েট-এর জন্য একটি অত্যন্ত সম্মানের বিষয়।

আইটিএন-বুয়েট এ বিষয়ে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এলজিডি'র পানি সরবরাহ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মুহম্মদ ইবরাহিম'কে কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে ন্যাপ চূড়ান্তকরণে তার মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এলজিডি'র পিএসবি'র নিবিড় সহযোগিতা ব্যতিত এই প্রচেষ্টা সফল হত না। কার্যনির্বাহী কমিটি'র সহ-সভাপতি জনাব ড. মো. মুজিবুর রহমান-এর অবদানের জন্য আইটিএন-বুয়েট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও ব্যাংকসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, বেসরকারি উদ্দ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞসহ যারা এই ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে তাদের মূল্যবান সময়, দক্ষতা, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতাসহ বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন, আমরা তাদের প্রতি বাধিত রইলাম।

আমরা আন্তরিক ভাবে আশা করি যে জাতীয় পরিকল্পনাগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি ৬.২-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণে সহায়ক হবে।

ড. তানভীর আহমেদ
অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট

বিষয়সূচি

নির্বাহী সারসংক্ষেপ ১
১. ভূমিকা ২
২. পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন ৫
২.১ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দায়িত্বসমূহ ৫
২.২ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থা ৮
২.৩ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ ৯
২.৪ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা ৯
২.৫ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পুনঃব্যবহার ১০
২.৬ দক্ষতা বৃদ্ধি (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং) ১০
২.৬.১ জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ১০
২.৬.২ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ১২
২.৭ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ১৩
২.৮ প্রযুক্তিগত সহায়তা ১৩
২.৯ তহবিল সংগ্রহ/ আর্থিক সহায়তা ১৩
৩. জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা ১৪
৪. সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা ২২
৫. সম্ভাব্য বাজেট ২৬
৫.১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট ২৬
৫.২ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট ২৯
সংযোজনী - ১: সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য সম্ভাব্য সাংগঠনিক কাঠামো ৩১

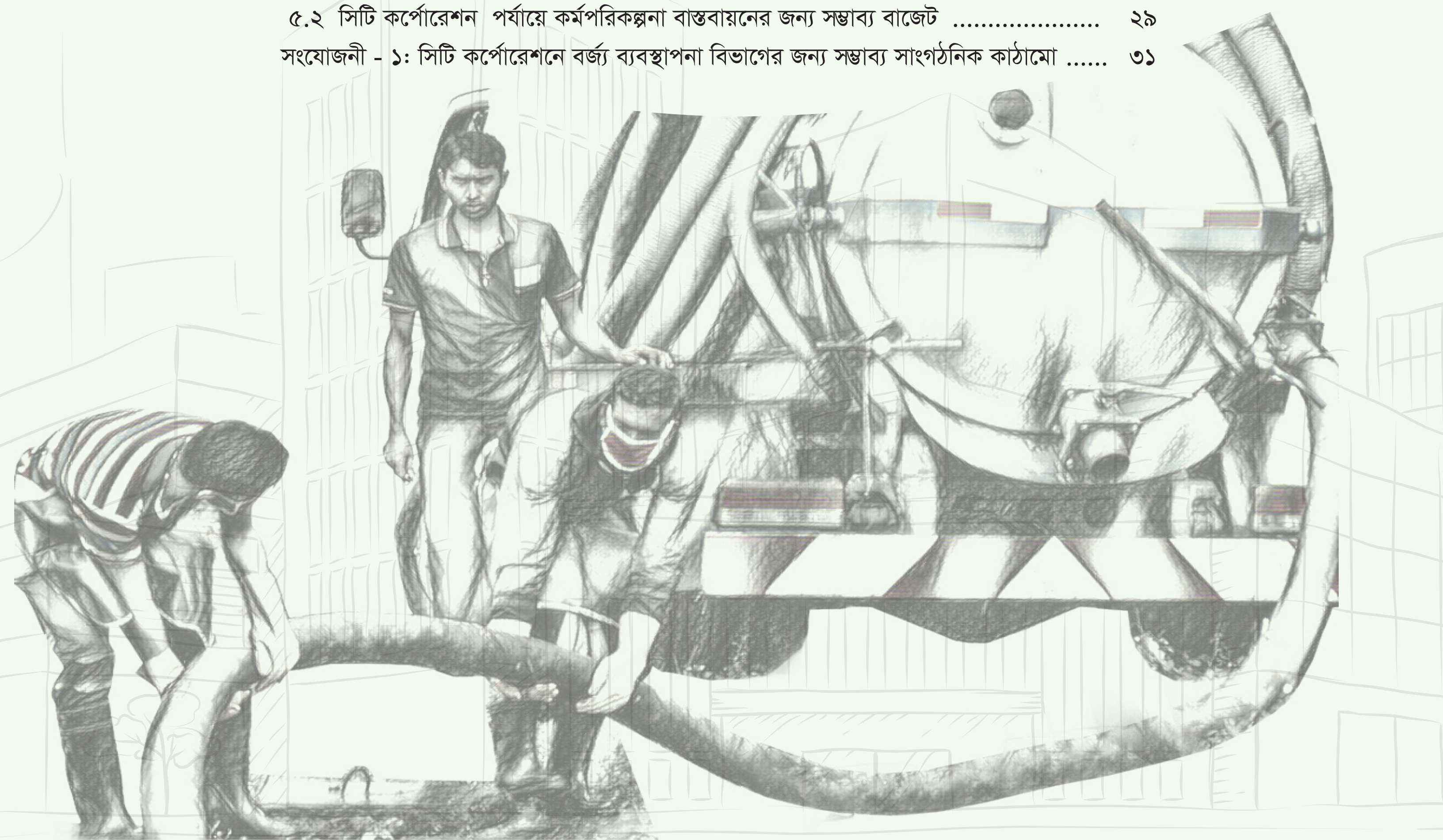

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের ১৬তম সভায় বাংলাদেশের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাঠামোটি ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বগুলো তুলে ধরে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী অঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকার জন্য আলাদাভাবে এ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

এ কাঠামোটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন মাসে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়।

সিটি কর্পোরেশনসমূহের জন্য প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি মূলত ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত বাকি ১০টি সিটি কর্পোরেশনে ২০৩০ সালের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন ঘোষিত যে কোন সিটি কর্পোরেশনও টেকসই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এ কর্মপরিকল্পনাটি অনুসরণ করবে।

এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় এবং সিটি কর্পোরেশন উভয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ, সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (ওয়াসা ও শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক, আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের বর্তমান দায়িত্বসমূহ বিবেচনা করে এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এ কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং পয়ঃবর্জ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সহায়তা করা। এ কর্মপরিকল্পনাটিতে সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বসমূহ আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শহরব্যাপী নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যদি বিদ্যমান থাকে) এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনে করণীয় সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা এ কর্মপরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে, সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব পালন করবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি ৬.২ অর্জনের লক্ষ্যে ২০২১-২০২৩, ২০২৪-২০২৭ ও ২০২৮-২০৩০, এ তিনটি কর্মকালের অধীনে কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।

একটি জাতীয় জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ ১০টি সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো এবং বাস্তবায়নের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এ কর্মপরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত জাতীয় এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি বাস্তবায়নে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সর্বাত্মক সহযোগিতা আবশ্যক। এ কাঠামোটির বাস্তবায়নে জাতীয় এবং সিটি কর্পোরেশন উভয় পর্যায়ে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। সময়ের সাথে কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এ আর্থিক চাহিদা নির্ণীত হবে এবং এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহের সামগ্রিক অগ্রগতি সাপেক্ষে তা সমন্বয় করার প্রয়োজন হতে পারে। এ কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় পর্যায়ের প্রথম তিন বছর (২০২১-২০২৩) এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত একটি সম্ভাব্য বাজেট কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহের সহায়তায় এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করবে এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটির সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সাপেক্ষে এ কর্মপরিকল্পনাটি সংশোধন করবে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ের কমিটিসমূহ এ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটটি প্রয়োজন মোতাবেক মূল্যায়ন ও সংশোধন করবে।

১ ভূমিকা

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের ১৬তম সভায় বাংলাদেশের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ এর পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক এর সাথে অংশীদারিত্বে এবং সেক্টর স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি ৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করা ও এসডিজি ৬.২ এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছে। এ কাঠামোটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বগুলো তুলে ধরে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী অঞ্চল এবং মেগাসিটি ঢাকার জন্য আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে।

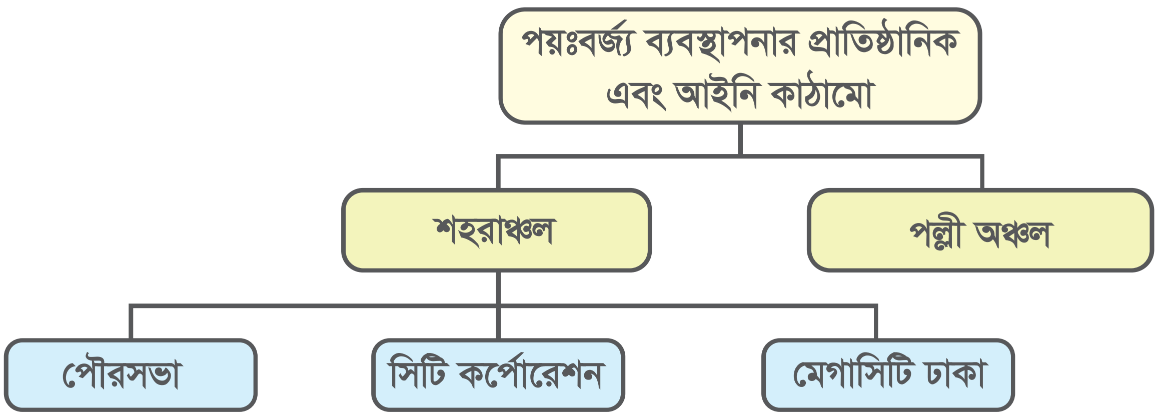

চিত্র ১: বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক জাতীয় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো

পরবর্তীকালে, এ কাঠামোটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এর উদ্যোগে ২০১৮ সালের জুন মাসে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সদস্যদের অর্ন্তভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার মাধ্যমে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাশনাল একশন প্ল্যান-ন্যাপ) প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটির দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কর্মপরিকল্পনাটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করবে। সেই সাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের চলমান এবং ভবিষ্যত পদক্ষেপগুলোর কার্যকরি বাস্তবায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের জন্য এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করবে। যেহেতু বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কাঠামো রয়েছে, সেহেতু এ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পৃথক জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজন। এখানে সিটি কর্পোরেশনসমূহে (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাশনাল একশন প্ল্যান) উপস্থাপন করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি মূলত ১০টি সিটি কর্পোরেশনসমূহে (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে, যেখানে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সার্ভিস চেইন

এ পরিকল্পনার আওতাভুক্ত যা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এর আওতাভুক্ত ১০টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ৩টি সিটি কর্পোরেশনে (চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান আছে। বাকি ৭টি সিটি কর্পোরেশনেও (সিলেট, রংপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা) শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও ওয়াসার কার্যক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এর বাইরে যে সকল পৌরসভাকে ভবিষ্যতে সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা করা হবে পরবর্তীতে সেগুলোও এ ন্যাপের আওতাভুক্ত হবে। এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার শুরুতে সিটি কর্পোরেশনগুলোতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার সহায়তায় আইটিএন-বুয়েটের নেতৃত্বে একটি জাতীয় জরিপ পরিচালনা করা হয়। এ জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলোঃ

- কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী এবং ময়মনসিংহ এ ছয়টি সিটি কর্পোরেশনে স্বল্প পরিসরে মেকানিক্যাল (যান্ত্রিক) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে, এ ছয়টি সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন যেখানে মেকানিক্যাল পদ্ধতি চালু হয়নি, সেখানে এখনও ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহারের হার বেশি।

- চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার চালু আছে, যদিও এই পরিশোধনগারসমূহে প্রাপ্ত পয়ঃবর্জ্যের পরিমাণ পুরো শহরের মোট পয়ঃবর্জ্যের তুলনায় খুবই সামান্য।

এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় এবং সিটি কর্পোরেশনে উভয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ, সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (ওয়াসা ও শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক, আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের বর্তমান দায়িত্বসমূহ বিবেচনা করে এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি ৬.২ অর্জনের লক্ষ্যে ২০২১-২০২৩, ২০২৪-২০২৭ এবং ২০২৮-২০৩০ এ তিন কর্মকালের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহে পর্যায়ক্রমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাপ্য সহায়তার উপর ভিত্তি করে কর্মপরিকল্পনার সময়সীমা পর্যালোচনা এবং সংশোধন করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রতি ২ বছর অন্তর এই ন্যাপের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এর সংশোধন প্রস্তাব করতে পারবে। এ কর্মপরিকল্পনাটিতে সিটি কর্পোরেশনসমূহের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ টেবিল-১-এ বর্ণনা করা হলো।

টেবিল ১: সিটি কর্পোরেশনসমূহের জন্য লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ্যমাত্রা/মাইলস্টোন		
(২০২১-২০২৩)	(২০২৪-২০২৭)	(২০২৮ - ২০৩০)
- দক্ষতা বৃদ্ধি - সচেতনতামূলক প্রচারণা - শহরব্যাপী নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা ব্যবস্থার পরিকল্পনা - অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার চালু করা - পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত/ সঠিক পদ্ধতিতে গর্ত খননের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ করা। - পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা (মেকানিকাল পদ্ধতিতে অপসারণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার ইত্যাদি) সরবরাহের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামোর ব্যবহার অব্যাহত রাখা এবং সেবা পরিধি বৃদ্ধি করা। - পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য প্রয়োজন সাপেক্ষে জমি ক্রয় করা	- দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক প্রচারণা অব্যাহত রাখা - নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্যের পরিশোধন এবং নিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ - সেবা/ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন - শহরব্যাপী নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ○ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক শহরব্যাপী নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ○ যেখানে ওয়াসা রয়েছে সেখানে ওয়াসা কর্তৃক স্যুয়ারেজ সিস্টেম বাস্তবায়ন। ○ যেখানে সিটি কর্পোরেশন ও ওয়াসা উভয় বিদ্যমান, সেখানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন ও ওয়াসা উভয়েই স্যুয়ারেজ সিস্টেম ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে পারে (কিন্তু, স্যুয়ারেজ সিস্টেমের জন্য আবশ্যিক বিষয়বস্তুসমূহের আলোচনা এ ন্যাপের আওতাধীন নয়)	- দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক প্রচারণা অব্যাহত রাখা - শহরব্যাপী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন, সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে এফএসএম সেবা চলমান ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ

২. পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশনে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা।

এ কর্মপরিকল্পনাটির আওতাভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহ মূলত অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, প্রাথমিকভাবে যার মধ্যে রয়েছে সেপটিক ট্যাংক এবং বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভিত্তিক অঞ্চলসমূহের জন্য এ কর্মপরিকল্পনা কার্যকর হবে। তবে, সিটি কর্পোরেশন বা এর কোন অংশে যদি "স্মল বোর স্যুয়ারেজ (এসবিএস)" সিস্টেম চালু হয়, তাহলে উক্ত সিস্টেমের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ এ কর্মপরিকল্পনার আওতাধীনই থাকবে।

এ অধ্যায়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোর জন্য গঠিত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২.১ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দায়িত্বসমূহ

স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ (সিটি কর্পোরেশন) অনুযায়ী, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সঠিকভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনসমূহের। তবে, এক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের (সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ সংগঠন, বেসরকারি খাত ও গণমাধ্যম) সংশ্লিষ্টতা ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

সিটি কর্পোরেশনসমূহের আইআরএফ-এফএসএম-এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ, প্রাথমিকভাবে সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী প্রণীত, যা সকল সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নির্ধারণ করে এবং এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ বা স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশনসমূহের আইআরএফ-এফএসএম-এ বর্ণিত সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের জন্য (সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর কাঠামোর আলোকে) স্যানিটেশন/এফএসএম ট্যাক্স নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় বিধিবিধান, প্রবিধান বা উপ-আইন প্রণয়ন করতে পারে।

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ (যা ওয়াসা আইন ১৯৯৬ হিসেবে বিবেচিত) এর ১৭ ধারার উপধারা (২)-এ সুস্পষ্টভাবে কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত প্রধান দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছেঃ (ক) পানীয় জল নিষ্কাশন/ সংগ্রহ, পরিশোধন, পাম্পিং, সংরক্ষণ এবং সরবরাহ করার জন্য পানি ব্যবস্থা নির্মাণ, উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, (খ) স্যানিটারি সুয়েজ এবং শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য সংগ্রহ, পাম্পিং পরিশোধন এবং অপসারণের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা (গ) কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় বা অকেজো নর্দমা বা নালা বন্ধ বা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা (ঘ) বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য নর্দমা তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। তবে ওয়াসা আইন ১৯৯৬-এ অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যেমন: পিট ল্যাট্রিন বা সেপটিক ট্যাংক খালি করা, পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ, পরিশোধন এবং অপসারণ অথবা অনসাইট ব্যবস্থাদি থেকে উৎপাদিত পয়ঃবর্জ্যের পুনঃব্যবহার করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০১৮ (অধ্যায় ৩, ১১ খ); রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) অধ্যাদেশ ২০১৮ (অধ্যায় ৩, ১২ খ) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০১৮ (অধ্যায় ৩, ১১ খ) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, সংরক্ষণ, স্যুয়ারেজ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা সংবলিত একটি মাস্টারপ্ল্যান গঠন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যায় ৩ এর ১৭.১, ১৭.২ (এফ) এবং ১৭.২ (কে) ধারায় বলা হয়েছে যে গঠিত মাস্টারপ্ল্যানের উপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষ উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করবে এবং সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে, যেখানে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নকশা পরিবর্তন ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনসমূহের এই বিষয়ে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আইএফআই, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক, বেসরকারি খাত, এনজিওসমূহ সিটি কর্পোরেশনকে আইন অনুযায়ী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সাহায্য করবে।

এছাড়াও, স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট কর্পোরেশনের জন্য, সিটি কর্পোরেশন এবং ওয়াসা উভয়ই স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বা উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

শহরব্যাপী সকলের অংশগ্রহণভিত্তিক (ইনক্লুসিভ) স্যানিটেশন বা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন তার "মাস্টারপ্ল্যান (সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর তফসীল-৩ মোতাবেক যা প্রস্তুত করা হয়েছে বা হচ্ছে) অথবা "সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান" অথবা "প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" (শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে বা হচ্ছে)-তে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (যেমনঃ পরিশোধনাগার) অন্তর্ভুক্ত করবে। সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ওয়াসা বা সিটি কর্পোরেশনের স্যুয়ারেজ মাস্টার প্ল্যান (প্রস্তুতকৃত বা প্রস্তুত করা হচ্ছে) এর সাথে সমন্বয়পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। মাস্টারপ্ল্যানে অবশ্যই শহরের স্যুয়ারেজ সেবাভুক্ত অথবা সেবাবিহীন এলাকাসমূহকে স্যানিটেশন সেবার পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (যদি ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা না হয়ে থাকে), যা স্যানিটেশন প্রকল্পগুলোর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময় বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো (সিটি কর্পোরেশন, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং ওয়াসা) অনুসরণ করবে। শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রসারে প্রযোজ্যক্ষেত্রে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, স্মল বোর স্যুয়ারেজ অথবা ডি-সেন্ট্রালাইজড পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা স্থাপনে সিটি কর্পোরেশন ওয়াসা (যদি থাকে) এবং শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যদি থাকে)-এর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা করবে।

সিটি কর্পোরেশনসমূহ অবশ্যই স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর ধারা ৫০ এর উপ ধারা (২) অনুযায়ী "স্যানিটেশন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা" সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়ে না থাকে), যা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সমন্বিত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা নিশ্চিতকরণে সিটি কর্পোরেশন মেয়র এর নেতৃত্বে একটি কো-অর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি গঠন করবে। এ কমিটিতে ওয়াসা (যেখানে বিদ্যমান), শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যেখানে বিদ্যমান), জেলা প্রশাসন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিক্ষা, তথ্য, স্বাস্থ্য, ধর্ম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

এছাড়াও, সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা মনিটরিং সেল" গঠন করবে। সিটি কর্পোরেশনের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা যখন তৈরি হবে তখন উক্ত শাখা এ সেলের ভূমিকা পালন করতে পারে (সংযুক্তি-১)।

জাতীয় পর্যায়ে, স্থানীয় সরকার বিভাগ তার সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান] এর মাধ্যমে সকল সিটি কর্পোরেশনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও, ২০৩০ সালের মধ্যে সকল সিটি কর্পোরেশনে শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ (ডিপিএইচই এবং এলজিইডি) এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং আইন, নীতিমালা, কৌশল ও নির্দেশিকাসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করবে (চিত্র ২)।

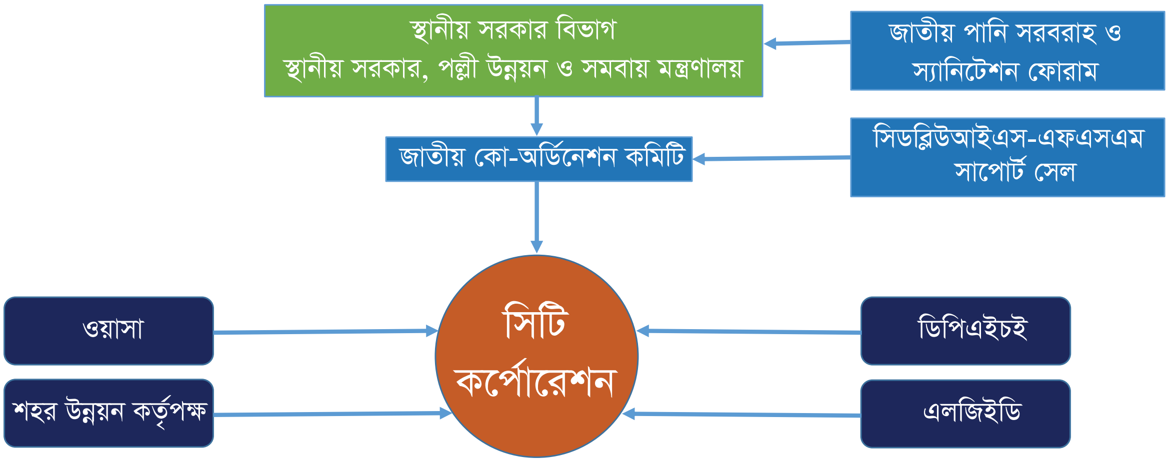

চিত্র ২: এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্ম-সম্পর্ক

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি জাতীয় কো-অর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটি সামগ্রিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সহযোগিতা করবে। এসব কাজে সকল স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা হবে।

সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সাপোর্ট সেল জাতীয় পর্যায়ে এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের কাজে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা, এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সাপোর্ট সেলের কাজের আওতাধীন থাকবে। এই সেল পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে (সিটি কর্পোরেশন) প্রযুক্তিগত সহায়তাও প্রদান করবে।

জাতীয় এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় সিটি কর্পোরেশন, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং ওয়াসার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও কাজ করবে এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে শহরব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সহ একটি অর্গানোগ্রাম তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সংযুক্তি-১ এ সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্ভাব্য সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়গুলোর সহায়তায় সিটি কর্পোরেশনসমূহে শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে নেতৃত্ব প্রদান করবে:

১. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় ২. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় ৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪. কৃষি মন্ত্রণালয় ৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৬. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৭. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৮. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ১০. শিল্প মন্ত্রণালয় ১১. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১২. রেলপথ মন্ত্রণালয় ১৩. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৪. ভূমি মন্ত্রণালয় ১৫. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৬. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৮. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৯. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ২০. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২১. সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতীয় পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইনের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদিত পণ্যের (যেমনঃ কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস) গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ সহায়তা প্রদান করবে।

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ
- আইটিএন-বুয়েট, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
- ডিওই, ডিএই, বারি, বিআরআরআই, বিএআরসি, এসআরডিআই, আইইডিসিআর, আইসিডিডিআরবি, স্রেডা
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা (যেখানে প্রযোজ্য), শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যেখানে প্রযোজ্য)
- আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও ব্যাংকসমূহ
- আন্তর্জাতিক/ জাতীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ
- প্রাইভেট সেক্টর
- আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় নেটওয়ার্কসমূহ

এর পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারণা কার্যক্রম, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবসায়িক মডেলের প্রসার, কর্মদক্ষতা নিরীক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান এবং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে নিম্ন লিখিত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেঃ

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও ব্যাংকসমূহ
- আন্তর্জাতিক/ দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ
- সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- গণমাধ্যম (প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক) এবং সামাজিক মাধ্যম
- প্রাইভেট সেক্টর
- জাতীয় পর্যায়ের নলেজ ও এডভোকেসি প্লাটফর্ম

জাতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি, সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সাপোর্ট সেল এবং সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থাগুলোর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা চিহ্নিত ও সমন্বয় সাধন করবে।

২.২ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থা

স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে সিটি কর্পোরেশন অথবা শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যেমনঃ সিডিএ, আরডিএ, কেডিএ) নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত যেসকল ভবনে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই বা অপর্যাপ্ত রয়েছে, সেসব ভবন মালিককে স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদি পুণরায় নির্মাণ করার জন্য অথবা সেগুলোকে অযাচিত স্থান থেকে সরানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন নোটিশ প্রদান করবে। এছাড়াও, সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমনঃ সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) সঠিক নকশা তৈরি এবং নির্মাণের জন্য মিস্ত্রী, ঠিকাদার এবং অন্যান্যদের দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ এই কাজে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে পারবে।

২.৩ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ

সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও ব্যাংকসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এবং/অথবা তাদের নিজস্ব রাজস্ব বাজেট বা অন্য কোন তহবিলের সহায়তায় পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ সেবা প্রদানের জন্য পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ যন্ত্র ক্রয় করবে এবং শহরব্যাপী যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ নিশ্চিত করবে। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণের এ কাজ সিটি কর্পোরেশন নিজে করবে এবং/অথবা তদারকির দায়িত্বসমূহ পালন করবে এবং নিশ্চিত করবে যে, এই সমস্ত কাজসমূহ যথাযথ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হচ্ছে যা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি ঘটাবে না ।

সিটি কর্পোরেশনসমূহ উন্নত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রচলিত উপায়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট পরিষ্কারকারী বা পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের একক/দলগতভাবে এই সেবাদানে আগ্রহীদের (যেমন: এসএমই) একটি কর্মীদল গঠন করে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ তার আওতাধীন এলাকায় অনিরাপদভাবে/ অননুমোদিত স্থানে (উন্মুক্ত স্থান, জলাশয়, বৃষ্টির পানি প্রবাহের ড্রেন বা নর্দমা) পয়ঃবর্জ্য অপসারণের জন্য নিষেধাজ্ঞা/শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহকারী ব্যক্তি/সংস্থা/ সমিতিকে লাইসেন্স প্রদানের একটি প্রক্রিয়া শুরু করবে। সিটি কর্পোরেশন ম্যানুয়াল পদ্ধতির পিট পরিষ্কারকারীদেরকে (প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহারকারী পরিচ্ছন্নতাকর্মী) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে আধুনিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে। তবে এক্ষেত্রে তাদের জীবিকা উপার্জনে যেন বিরূপ প্রভাব না পড়ে, সে ব্যাপারে ও লক্ষ্য রাখবে।

সিটি কর্পোরেশন সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও নিষ্কাশনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পরিবহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং সেই সাথে পয়ঃবর্জ্য কোন অবস্থাতেই যেন খোলা স্থান বা জলাশয়ে বা ড্রেনে ফেলা না হয় সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করবে। স্বল্প আয়ের দরিদ্র মানুষ বসবাস করে এমন বস্তি এবং দুর্গম এলাকার (যেমন: নদীর বাঁধ এলাকা, ঢালু/পাহাড়ী এলাকা, সরু রাস্তা/লেন) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সিটি কর্পোরেশন উপযুক্ত এবং স্থানীয়ভাবে ব্যবহার উপযোগী পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ ও অপসারণ ব্যবস্থা চালু করবে। কোন সিটি কর্পোরেশন চাইলে তার আশপাশের পৌরসভা, উপজেলা বা ইউনিয়নেও পারস্পরিক চুক্তি মোতাবেক ধার্য সেবা ফি-এর বিনিময়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ সেবা প্রদান করতে পারবে। জাতীয় পর্যায়ের সিডব্লিউআইএস-এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে এফএসএম সাপোর্ট সেল এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করতে পারবে।

বিভিন্ন খালিকরণ পদ্ধতির মধ্য থেকে সময়সূচিভিত্তিক পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ পদ্ধতি প্রচলনের প্রচেষ্টা হিসেবে অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ থেকে যথাযথভাবে এবং নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহ ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং সম্ভাব্য কতদিন পরপর সেগুলো খালি করতে হবে তার একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করবে। সেক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনসমূহ জাতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা এফএসএম সাপোর্ট সেলের সহায়তা চাইতে পারবে। সেই সাথে সিটি কর্পোরেশনসমূহ নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ সেবা গ্রহণকারী বসতবাড়ী/ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যভান্ডার তৈরি করবে। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণের জন্য প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনসমূহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ পদ্ধতি চালু করতে পারে।

২.৪ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা

যে সকল সিটি কর্পোরেশনে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণের জন্য জমি পাওয়া যাবে, সেসব সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ডিপিএইচই, এলজিইডি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি খাত, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহায়তায় এফএসটিপি (জলবায়ু সহিষ্ণুতা বিবেচনা করে) নির্মাণ করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নির্মাণ বা চলমান রাখার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধিমালা ও প্রবিধানগুলোর অনুসরণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা যেমন: পরিবেশ অধিদপ্তর, আইইডিসিআর বা যেকোন দক্ষ/স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে। যে সকল সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে এফএসটিপি নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমি নেই, সেসব সিটি কর্পোরেশন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে এফএসটিপি নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করবে। জমি ক্রয়ের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব বাজেটের খাত হতে অর্থ বরাদ্দ করতে পারে অথবা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং/অথবা উন্নয়ন

সহযোগীদের নিকট হতে (আর্থিক ও কারিগরি) সহায়তা নিতে পারবে। যেসব এলাকায় পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের স্থান হতে এফএসটিপি এর দূরত্ব অনেক বেশি, সেসব এলাকার জন্য সিটি কর্পোরেশন মধ্যবর্তী স্থানে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণের উদ্যোগ নিতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন/সম্প্রসারণ বিবেচনায় রেখে সিটি কর্পোরেশনসমূহ এফএসটিপির সক্ষমতা ধাপে ধাপে সম্প্রসারণের সুযোগ রেখে এফএসটিপি এর নকশা প্রণয়ন ও তা নির্মাণ করবে। বর্তমানে যেসকল সিটি কর্পোরেশনে এফএসটিপি নেই, তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে নিকটতম এলাকার এফএসটিপি (যদি থাকে) ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। উভয় কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এই সেবা মূল্য ধার্য হবে। এছাড়া এফএসটিপি চলমান রয়েছে এমন সিটি কর্পোরেশন নিকটবর্তী পৌরসভা, উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদের অনুরোধ সাপেক্ষে এই সেবা সেখানেও চালু করতে পারবে। যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো নির্মিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য (অন-সাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জমিতে গর্ত খনন করে ফেলতে হবে এবং গর্ত পয়ঃবর্জ্য দ্বারা ভরে গেলে তা মাটি দিয়ে যথাযথভাবে ঢেকে দিতে হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে অবহিত করবে এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনগার স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রয়োজনে এফএসটিপি নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা চালু করতে পারবে।

২.৫ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পুনঃব্যবহার

পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু রয়েছে এমন সিটি কর্পোরেশনসমূহ পয়ঃবর্জ্যের (তরল বর্জ্য পানি ও কঠিন স্লাজের) নিরাপদ অপসারণ ও পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করবে। যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো নির্মিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন জমিতে গর্ত খনন করে ফেলতে হবে এবং গর্ত পয়ঃবর্জ্য দ্বারা ভরে গেলে তা মাটি দিয়ে যথাযথভাবে ঢেকে দিতে হবে। পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্যের নিরাপদ ব্যবহার ও অপসারণ নিশ্চিত করতে পরিশোধিত কঠিন স্লাজ ও তরল বর্জ্য পানির প্যাথোজেন এবং পুষ্টিগুণ পরীক্ষা করা জরুরি। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন যথাযথ সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ কৃষি কাজ, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে (যেমনঃ ব্যায়োগ্যাস, রান্নার জন্য জ্বালানি) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন আগ্রহী বেসরকারি খাতকে যুক্ত করতে পারে।

পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি তৈরি হয়) ব্যবহার বা বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহ জাতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, মৃত্তিকা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে। এর পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনসমূহ পরিশোধিত বর্জ্যের অন্যান্য বহুবিধ নিরাপদ ব্যবহার অন্বেষণ করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ পাবলিক-প্রাইভেট ব্যবসা মডেলের আওতায় প্রাইভেট অপারেটরদের লাইসেন্স নিশ্চিত করার কাজেও সহায়তা প্রদান করবে।

২.৬ দক্ষতা বৃদ্ধি

২.৬.১ জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

জাতীয় পর্যায়ে এ সেক্টরের পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

১। এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে মাঠ পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় মান/নির্দেশিকা তৈরি করা হবে। এ নির্দেশিকাটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সেবা চেইনের জন্য তৈরি হবে যা বিভিন্ন নীতিমালা, আইন (যেমনঃ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭) এবং কোড (যেমনঃ বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড) এর আলোকে গঠিত হবে। নতুন এবং বিদ্যমান/নির্মিত ভবনগুলোতে স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ, সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট

খালিকরণ, পয়ঃবর্জ্য পরিবহণ এবং স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মান নির্ধারণ/নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ, কম্পোস্ট/জৈবসারের ব্যবহার/বিক্রয় কাজের জন্য লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে প্রোটোকল নির্ধারণে এ নির্দেশিকাটি ব্যবহার করা যাবে।

২। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইনের সকল দিক বিবেচনা করে এবং জাতীয় মান/নির্দেশিকাটির উপর ভিত্তি করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হবে। এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতকালে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাত নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের পাশাপাশি পরস্পরকে সকল ধরনের সহযোগিতা করবে।

৩। সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ওয়াসা ও শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ স্থানীয় পর্যায়ের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের বিশেষজ্ঞ/প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানে বিশেষজ্ঞ যে কোন প্রতিষ্ঠান এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করবে।

৪। সিটি কর্পোরেশনসমূহে কার্যকরভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান ও পর্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশনের জনবল কাঠামোতে (অর্গানোগ্রাম) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ইউনিট/বিভাগ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিছু সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে স্যানিটেশন শাখা অন্তর্ভুক্ত করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অর্গানোগ্রাম তৈরি করেছে, যা অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সংযুক্তি-১ এ সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্ভাব্য সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহ মেয়রের নেতৃত্বে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখায় প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন এনে স্যানিটেশন/পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করবে।

৫। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (বিদ্যমান বিধিমালা ও প্রবিধানগুলোর অনুসরণে) সিটি কর্পোরেশনের সাথে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা (যদি থাকে), ডিপিএইচই এবং এলজিইডি এর মধ্যে কার্যকরি যোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে যাতে করে শহরব্যাপী নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কার্যকরি ভূমিকা পালনে প্রধান স্টেকহোল্ডাররা তাদের দায়িত্ব ও কাজের পরিধি সম্পর্কে বুঝতে পারেন।

৬। স্থানীয় সরকার বিভাগ বিদ্যমান বিধিমালা ও প্রবিধানগুলোর সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনায় পরিবেশ অধিদপ্তর, আইইডিসিআর বা কোন দক্ষ জাতীয়/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সহায়তা করবে।

৭। স্থানীয় সরকার বিভাগ ডিপিএইচই এবং ডিওইর সহায়তায় তরল বর্জ্য পানি এবং স্লাজ পরীক্ষার জন্য এফএসএম ল্যাব স্থাপন এবং এ সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

৮। স্থানীয় সরকার বিভাগ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, মৃত্তিকা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, টেকসই ও নবায়ণযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা), পরিবেশ অধিদপ্তর বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সম্পর্ক স্থাপন/বৃদ্ধির মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা হতে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার পরীক্ষা, মান নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করতে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সাহায্য করবে।

৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করা ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থাসমূহকে (যেমনঃ আইটিএন-বুয়েট, কারিগরি ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ) প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

১০। গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশনসমূহে "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় আচরণ পরিবর্তন ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা হবে। এ জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ে ভাল দৃষ্টান্তসমূহ (যদি থাকে) পর্যালোচনা করা এবং উপযুক্ততা সাপেক্ষে তা স্কেল-আপ করা যেতে পারে।

১১। গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশনসমূহে "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর বাজারজাতকরণ কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা হবে। এ জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১২। সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি দরিদ্রবান্ধব শুল্ক (ট্যারিফ) কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে "সিটি কর্পোরেশনসমূহে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সেবাপ্রদান মডেল ও শুল্ক (ট্যারিফ) নির্ধারণকল্পে গবেষণা" পরিচালনা করা হবে। এ জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১৩। "সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের ব্যবসায়িক মডেল তৈরি শীর্ষক গবেষণা" পরিচালনা করা হবে। এ জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১৪। "সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা হবে। এ জাতীয় গবেষণা আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১৫। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক প্রয়োগ (অনুশীলন), এর কার্যকারিতা এবং বাস্তবায়ন, নকশা প্রণয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলোর উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই ব্যাপারে কারিগরি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রণী ভুমিকা পালন করবে।

১৬। শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত মেনে চলা হয় এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আচরণগত পরিবর্তন বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১৭। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর গবেষণার জন্য স্নাতকোত্তর (পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট) পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়/একাডেমিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রদান করা হবে।

১৮। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিপ্রণয়ন সংলাপ (পলিসি ডায়লগ) এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি পয়ঃবর্জ্য সেবা চেইন ও ভ্যালু চেইনের পরিকল্পনা তৈরি, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী এবং সুবিধাবঞ্চিতদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার নিমিত্ত জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ (Gender Transformative) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

১৯। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ভাল দৃষ্টান্তগুলোর সংকলন করা এবং শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পিএসবি, ডিপিএইচই, এলজিইডি, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, আইটিএন-বুয়েট, এফএসএম নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক এবং পেশাজীবীদেরকে অবহিত করা।

২.৬.২ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা ও শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যেখানে বিদ্যমান) এর কর্মকর্তা, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহণ সেবা প্রদানকারী, ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অপারেটর, পরিশোধিত পণ্য উৎপাদনকারীদের জন্য সিটি কর্পোরেশনগুলোতে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এর পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনসমূহ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণে যথাযথ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, উপবিধি অনুসরণ/প্রয়োগ করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ সেবার জন্য জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণা হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রাহকদের জন্য একটি শুল্ক হার নির্ধারণ করবে। এছাড়াও, সিটি কর্পোরেশন জাতীয় পর্যায়ের অধ্যয়নের সুপারিশ অনুসরণ করে স্বল্প আয়ের মানুষ/ বস্তিবাসীসহ সকলকে বিবেচনা করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার জন্য একটি "সকলের অংশগ্রহণ ভিত্তিক ব্যবসায়িক মডেল" চালু করবে। কার্যকরভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান ও এর পর্যবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় সিটি কর্পোরেশন অর্গানোগ্রামে এফএসএম ইউনিট/ বিভাগ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করবে। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহ মেয়রের নেতৃত্বে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ শাখায় প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন এনে স্যানিটেশন/পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করবে।

২.৭ সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা এবং বেসরকারি খাতসহ এই ব্যবস্থাপনার মূল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে স্থানীয়/জাতীয়/আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, মিডিয়া (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক), সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনসমূহ সরকারি মন্ত্রণালয় ও সংস্থা (ডিপিএইচই, এলজিইডি, এনআইএলজি), গবেষণা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে অধিক আগ্রহী করতে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং ওয়াশ (WASH) সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।
- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) এবং বসবাসকারী কমিউনিটি/সমাজে পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা সহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতা তৈরি করা।
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল তৈরি এবং প্রচার করা। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদান করবে। এ উদ্দেশ্যে সামাজিক গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্মও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নকারী, পেশাজীবী, সেবা প্রদানকারি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য বাংলাদেশে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তসমূহের উপর জ্ঞান, বিসিসি, আইইসি উপকরণ তৈরি ও বিতরণ করা।
- সিটি কর্পোরেশনসমূহ ভোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা ও এর ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২.৮ প্রযুক্তিগত সহায়তা

যেসব সিটি কর্পোরেশনে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে, সেখানে সিটি কর্পোরেশনসমূহ-এ ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত বিষয়ে সহযোগিতার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানকারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা (যেখানে বিদ্যমান) এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ যেমনঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থার (আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও ব্যাংকসমূহ) মাধ্যমে প্রয়োজন সাপেক্ষে সিটি কর্পোরেশনের সাথে এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করবে। শহরব্যাপী নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার জন্য মান/নির্দেশিকা তৈরি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর অবকাঠামো বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ সহযোগী সংস্থাসমূহ (ডিপিএইচই, এলজিইডি, ওয়াসা) এর মাধ্যমে সরাসরি অথবা প্রকল্পভিত্তিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

মাঠ পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি মান/নির্দেশিকা তৈরি করা হবে এবং এর পাশাপাশি প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক মডেল সম্পর্কিত গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ এ সকল গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে নিজস্ব মান/নির্দেশিকা তৈরি করবে।

২.৯ তহবিল সংগ্রহ/ আর্থিক সহায়তা

এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি জাতীয় পর্যায়ে এফএসএম সাপোর্ট সেল, মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করবে, যেখানে সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়াও, সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের বার্ষিক রাজস্ব খাত থেকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে।

৩. জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাটিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনাটিতে মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মসূচি সুবিধাজনকভাবে পরিচালনা করার জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সহায়তা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। টেবিল-২ এ সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাটির সম্ভাব্য বাজেট টেবিল-৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

টেবিল ২: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল									
			২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
১	জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার										
২	জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটির যথার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালনে সমন্বিত করবে। ক) এফ এস এম বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগিতা প্রদান খ) সক্ষমতা/দক্ষতা বৃদ্ধি গ) সচেতনতা বৃদ্ধি বিভিন্ন দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য এ কমিটির আওতায় একাধিক উপকমিটি গঠন করা যেতে পারে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডার										
৩	জাতীয় এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: ডিপিএইচই, এলজিইডি, সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার										

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল									
			২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
৪	সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সাপোর্ট সেলের কার্যক্রম চলমান রাখা এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সভায় সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: ডিপিএইচই সহযোগী সংস্থা: এলজিডি, এলজিইডি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার										
৫	সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে স্যানিটেশন (এফএসএমসহ)/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ একটি অর্গানোগ্রাম তৈরি করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: সিটি কর্পোরেশনসমূহ										
৬	সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে সমন্বয়, মনিটরিং ব্যবস্থা এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সাপোর্ট সেলের জাতীয় পর্যায়ের মনিটরিং সেল সহযোগী সংস্থা: সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা										
৭	শহরব্যাপী নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা পরিচালনা করার লক্ষ্যে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যদি বিদ্যমান থাকে), ওয়াসা (যদি বিদ্যমান থাকে), ডিপিএইচই, এলজিইডি এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনে একটি পরিকল্পনা তৈরি ও অনুমোদন করানো (প্রয়োজন সাপেক্ষে বিধি/প্রবিধান/উপবিধি গৃহীত হতে পারে), যেখানে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা ও কাজের সুস্পষ্ট বিবরণ থাকবে। যেখানে সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাগুলো বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: সিটি কর্পোরেশন, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, ডিপিএইচই, এলজিইডি, এলজিআই, এফএসএম নেটওয়ার্ক										

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল									
			২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
৮	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও নির্দেশিকা তৈরি করবে এবং সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে জ্ঞান/অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন তথ্য প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: সিটি কর্পোরেশন, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ডিপিএইচই, এলজিইডি, আইটিএন-বুয়েট										
৯	এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় মান/নির্দেশিকা তৈরি করা। এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে মাঠ পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এ জাতীয় মান/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: সিটি কর্পোরেশন, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ডিপিএইচই, ডিওই, আইটিএন-বুয়েট, এফএসএম নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার										
১০	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধির উপকরণগুলো তৈরি ও প্রচার করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: আইটিএন-বুয়েট সহযোগী সংস্থা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, ডিপিএইচই, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার										

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল									
			২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
১১	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির এবং অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের (সিটি কর্পোরেশন, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, ডিপিএইচই, এলজিইডি কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, রাজমিস্ত্রী, পরিশোধনাগার অপারেটর, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান) দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: সিটি কর্পোরেশন, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শ্রম অধিদপ্তর, আইটিএন-বুয়েট, ডিপিএইচই ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার										
১২	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিদ্যমান বিধিমালা ও প্রবিধানগুলো মেনে চলার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সিটি কর্পোরেশনের সম্পর্ক জোরদার করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশনসমূহ										
১৩	স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে ডিপিএইচই এবং ডিওই এর সহায়তায় তরল বর্জ্য এবং স্লাজ টেস্টের জন্য এফএসএম ল্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: ডিপিএইচই, ডিওই, শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠান										
১৪	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য বিএআরসি, এসআরডিআই, ডিএই, স্রেডা এর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা। স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার এবং অন্যান্য পণ্যসমূহ (যেমন: বায়োগ্যাস, বায়োচার) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা করবে।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: সিটি কর্পোরেশন, ডিএই, বিএআরসি, এসআরডিআই, স্রেডা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান										

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল									
			২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
১৫	জৈব সারে ভর্তুকি চালু করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এর সাথে যৌথভাবে কাজ করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থাঃ এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাঃ অর্থ বিভাগ										
১৬	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয়বস্তু চিহ্নিত করা ও এর বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থাঃ এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থাঃ আইটিএন-বুয়েট, সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সাপোর্ট সেল, শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান										
১৭	পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ/ডি ওয়াটারিং যানবাহন ও রক্ষণাবেক্ষণের সরঞ্জামাদি আমদানির ক্ষেত্রে সকল প্রকার কর এবং শুল্ক মওকুফ করার জন্য এনবিআর এবং বিআরটিএর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।	এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়										
১৮	গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় আচরণগত পরিবর্তন ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থাঃ শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান / আইটিএন-বুয়েট সহযোগী সংস্থাঃ জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা										

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল									
			২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
১৯	গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশনসমূহে "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর বাজারজাতকরণ কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান / আইটিএন-বুয়েট সহযোগী সংস্থা: জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা										
২০	সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি দরিদ্রবান্ধব শুল্ক কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে "সিটি কর্পোরেশনসমূহে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সেবাপ্রদান মডেল ও শুল্ক নির্ধারণ শীর্ষক গবেষণা" পরিচালনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান / আইটিএন-বুয়েট সহযোগী সংস্থা: জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা										
২১	"সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাপ্রদানের ব্যবসায়িক মডেল তৈরি শীর্ষক গবেষণা" পরিচালনা করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান / আইটিএন-বুয়েট সহযোগী সংস্থা: জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা										
২২	বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অধ্যায় প্রণয়ন এবং অনুমোদন গ্রহণ করা। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক প্রয়োগ (অনুশীলন) এর কার্যকারিতা এবং বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির নকশা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলো পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য একাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ										

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল									
			২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
২৩	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর উন্নততর গবেষণার জন্য স্নাতকোত্তর (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়/একাডেমিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রদান করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ										
২৪	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচি/অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।	এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়										
২৫	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল তৈরি এবং প্রচার করা।	এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া										
২৬	শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংবলিত আচরণ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত এবং প্রচার করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ										
২৭	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিপ্রণয়ন, সংলাপ, পলিসি ডায়ালগ এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি সেবা চেইন পর্যবেক্ষণ এবং পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে নারী এবং সুবিধাবঞ্চিতদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার নিমিত্ত জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ (Gender Transformative) পদ্ধতি অনুসরণ করা।	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: এলজিডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়										

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	সময়কাল									
			২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
২৮	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার শিক্ষণীয় এবং ভাল দৃষ্টান্তগুলো সংকলন করা এবং সেগুলো সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ও পেশাজীবীদের অবহিতকরণ।	সিটি কর্পোরেশন, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এলজিডি (পিএসবি), ডিপিএইচই, এলজিইডি, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, আইটিএন-বুয়েট, এফএসএম নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার										

৪. সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহের দায়িত্বগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টেবিল-৩ এ সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। একটি সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেটের একটি উদাহরণ টেবিল-৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

টেবিল ৩: সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	সময়কাল				
		২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪-২৭	২০২৮-৩০
১	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে ডিপিএইচই, এলজিইডি, আইটিএন-বুয়েট, স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রদানে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক/জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক ইত্যাদির সহায়তায় সিটি কর্পোরেশন, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং ওয়াসার কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি/সতেজকারক (Refresher) প্রশিক্ষণ।					
২	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সিটি কর্পোরেশন মাস্টারপ্ল্যান/সিটি স্যানিটেশন প্ল্যান/শহরব্যাপী ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা। সিটি কর্পোরেশনসমূহ শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং ওয়াসা (যেখানে বিদ্যমান) এর সহায়তায়, সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর তফসীল-৩ মোতাবেক সামাজিক ও জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়াবলি, কমিউনিটির মতামত গ্রহণ ইত্যাদি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।					
৩	সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সমন্বিত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা নিশ্চিতকরণে সিটি কর্পোরেশন মেয়র-এর নেতৃত্বে একটি কো-অর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি গঠন করা। এ কমিটিতে ওয়াসা (যেখানে বিদ্যমান), নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যেখানে বিদ্যমান), জেলা প্রশাসন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পরিবেশ শিক্ষা, তথ্য, স্বাস্থ্য এবং ধর্ম অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা "স্ট্যান্ডিং কমিটি" গঠন/পুনঃগঠন করা। সিটি কর্পোরেশনসমূহ অবশ্যই স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর ধারা ৫০ এর উপধারা ২ মোতাবেক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়ে না থাকে)। এ স্ট্যান্ডিং কমিটি অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর ধারা ৫০ এর উপধারা ৯ মোতাবেক, প্রয়োজন এবং প্রাপ্যতা সাপেক্ষে এ কমিটি একজন স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে নিযুক্ত করতে পারবে। এ কমিটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞ ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে যাতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকালীন কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকে।					

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	সময়কাল				
		২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪-২৭	২০২৮-৩০
৪	সিটি কর্পোরেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, অগ্রগতি ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণে সহায়তার জন্য সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে এলজিডি'র নিকট একটি "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ/ইউনিট" স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করবে। এ প্রস্তাবনাতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (২০১৭) এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.২ (স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণের যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ), উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩ (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ) এবং ৪.২.৪ (পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ ও পুনঃব্যবহার) মোতাবেক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।					
৫	সিটি কর্পোরেশন একটি ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে। নিয়মিত সমন্বয়, আপডেট ও মূল্যায়ন কাজের জন্য এই ড্যাশবোর্ড জাতীয় মনিটরিং সেল এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।					
৬	সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপবিধি প্রস্তুত, অনুমোদন এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।					
৭	শহরব্যাপী নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা (অথবা বিধি/প্রবিধান/উপবিধি) মোতাবেক সিটি কর্পোরেশনের সাথে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যদি বিদ্যমান থাকে) ও ওয়াসার (যদি বিদ্যমান থাকে) কার্যকরি সংযোগ স্থাপন করা।					
৮	সিটি কর্পোরেশনসমূহের আওতাধীন এলাকায় সকল স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের এবং তা থেকে কতদিন পরপর পয়ঃবর্জ্য অপসারণ হয় তার একটি তথ্যভান্ডার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।					
৯	স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির ত্রুটিপূর্ণ নকশা এবং অবৈধ উপায়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা/শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদন ও প্রয়োগ করা: স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির (যেমন: সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) জন্য প্রণীত জাতীয় মান/নির্দেশিকা অনুসারে সিটি কর্পোরেশনসমূহ নতুন অথবা পুরাতন ভবনে সকল ব্যবস্থাদির অবস্থান, বিন্যাস এবং নকশা যাচাই ও অনুমোদন করবে এবং অনিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করবে। এছাড়াও, সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির (যেমন: সেপটিক ট্যাঙ্ক, পিট ল্যাট্রিন) সঠিক নকশা তৈরি এবং নির্মাণের জন্য মিস্ত্রী, ঠিকাদার এবং অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরকেও জড়িত করতে পারে।					
১০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়মানুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থ/রাজস্ব বা অন্য কোনও তহবিলের সহায়তায় শহরব্যাপী যান্ত্রিক উপায়ে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ সেবা চালু করা ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের (জমি ক্রয়, নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য কাজ সহ) জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন/যন্ত্রাদি ক্রয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা।					

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	সময়কাল				
		২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪-২৯	২০২৫-৩০
১১	নতুন পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ যন্ত্র ক্রয়, সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ, জমি ক্রয় এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিবর্ধন/সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা।					
১২	পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন/ যন্ত্রাদি ক্রয়, জমি ক্রয় এবং পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা।					
১৩	স্বল্প আয়ের জনবসতি, হাউজিং কলোনি/কমপ্লেক্স এর জন্য "স্মল-বোর স্যুয়ারেজ নেটওয়ার্ক" বা "ডি-সেন্ট্রালাইজড পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা" তৈরি করা।					
১৪	উন্নত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক/বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় প্রচলিত উপায়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক/পিট পরিষ্কারকারী বা পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহকারীদের একটি কর্মীদল গঠন করা।					
১৫	কারিগরি ও সামাজিক বিষয়ে, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সমন্বিত অংশগ্রহণ, পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ/কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সেবা দানকারী কর্মী, পরিশোধনার পরিচালনাকারী, পরিশোধিত বর্জ্য থেকে পণ্য উৎপাদনকারীদের জন্য এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পিট খালিকরণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণ করবে।					
১৬	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহণ সেবার জন্য শুল্ক নির্ধারণ করা।					
১৭	সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের একটি 'ব্যবসায়িক মডেল" প্রস্তুত করা। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনসমূহ এই "ব্যবসায়িক মডেল" তৈরি করবে।					
১৮	সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য তাদের বাৎসরিক রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ শুরু করবে এবং চালু রাখবে।					
১৯	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করতে সিটি কর্পোরেশনসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, মৃত্তিকা গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করবে। (যেখানে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেখানে কৃষি কাজ, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি থাকে) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করার জন্য বেসরকারি যেকোন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান বা সহায়তা করতে পারবে)।					

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	সময়কাল				
		২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪-২৭	২০২৮-৩০
২০	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাব্য বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করা (এক্ষত্রে সিটি কর্পোরেশনসমূহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে পারে)।					
২১	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন হতে উৎপাদিত পণ্যের কার্যকর বাজারজাতকরণ কৌশল তৈরি করা। এ কৌশল বাস্তবায়ন এবং এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।					
২২	জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে ভোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা।					
২৩	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং পরিশোধন ব্যবস্থার পরিবর্তন/পরিবর্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও স্টেকহোল্ডারদের থেকে সহায়তা গ্রহণ করা।					
২৪	শহরব্যাপী নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেমন: শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যদি বিদ্যমান থাকে) এবং ওয়াসা (যদি বিদ্যমান থাকে) এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে।					

৫. সম্ভাব্য বাজেট

জাতীয় ও সিটি কর্পোরেশন উভয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল সিটি কর্পোরেশনসমূহে শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চালু করার লক্ষ্যে আইআরএফ-এফএসএমের বাস্তবায়নে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। এই কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় এবং সিটি কর্পোরেশন উভয় পর্যায়ে আলাদা আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। সময়ের সাথে কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এই আর্থিক চাহিদা নির্ণীত হবে এবং এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সামগ্রিক অগ্রগতি সাপেক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হতে পারে। এখানে কিছু খসড়া হিসাবের ভিত্তিতে একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে যা কর্মপরিকল্পনাটিতে প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা মূল্যায়ন/সংশোধন করা প্রয়োজন হতে পারে।

৫.১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট

জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার জন্য প্রথম তিন বছরের (২০২১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত) সম্ভাব্য বাজেট প্রাক্কলন/বরাদ্দ করা হয়েছে যা টেবিল ৪ এ দেখানো হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এনসিসি) বাস্তবতার আলোকে যৌক্তিকভাবে প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও সংশোধন করবে এবং তদানুযায়ী কর্মসূচির পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা পরবর্তী বছরগুলোর বাজেটে প্রতিফলিত হবে। এছাড়া, বাজেটে দ্বৈততা পরিহার করার নিমিত্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি পৌরসভা ও পল্লী অঞ্চলের কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত বাজেটের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবে।

টেবিল ৪: ২০২১-২০২৩ সালে জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম এর জন্য সম্ভাব্য বাজেট

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম বিবরণ	একক	একক হার (টাকা)	সংখ্যা	মোট খরচ (টাকা)
ক	**সভা ও দক্ষতা বৃদ্ধি**				
১	জাতীয় এফএসএম কো-অর্ডিনেশন কমিটির ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন	ত্রৈমাসিক	১০০,০০০	১২	১২,০০,০০০
২	সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সাপোর্ট সেলের কার্যক্রম চলমান রাখা এবং নিয়মিত সভার আয়োজন	দ্বিমাসিক	১০০,০০০	১৮	১৮,০০,০০০
৩	সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সাপোর্ট সেলের লজিস্টিক বরাদ্দ ব্যবস্থা উন্নয়ন	বাৎসরিক	৩,০০০,০০০	৩	৯,০০০,০০০
৪	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান কার্যক্রম মনিটরিং করা	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
৫	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় মান/ নির্দেশিকা প্রণয়ন	থোক	৩০,০০০,০০০	১	৩০,০০০,০০০
৬	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক উপকরণ তৈরি এবং প্রচার/বিতরণ	বাৎসরিক	১০,০০০,০০০	৩	৩০,০০০,০০০
৭	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের (ডিপিএইচই, এলজিইডি, সিটি কর্পোরেশন, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, পিট পরিষ্কারকারী, এফএসএম সেবা প্রদানকারী) দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	সিটি কর্পোরেশন প্রতি	৩০,০০,০০০	১০	৩০,০০০,০০০
	উপ-মোট (সভা ও দক্ষতা বৃদ্ধি)				**১১৭,০০০,০০০**

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম বিবরণ	একক	একক হার (টাকা)	সংখ্যা	মোট খরচ (টাকা)
খ	**গবেষণা ও পাঠ্যসূচি উন্নয়ন**				
৮	গবেষণা সংস্থাসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশনসমূহে "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় আচরণগত পরিবর্তন ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা।	থোক	৫০,০০০,০০০	১	৫০,০০০,০০০
৯	স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির উন্নয়ন এবং মান নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা।	থোক	৩০,০০০,০০০	১	৩০,০০০,০০০
১০	গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশনসমূহে "পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ফলে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর বাজারজাতকরণ কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত গবেষণা" পরিচালনা করা।	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
১১	সিটি কর্পোরেশনসমূহকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি দরিদ্রবান্ধব শুল্ক (ট্যারিফ) কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে "সিটি কর্পোরেশনসমূহে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের জন্য সেবাপ্রদান মডেল ও শুল্ক (ট্যারিফ) নির্ধারনকল্পে গবেষণা" পরিচালন করা।	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
১২	"পয়ঃবর্জ্য ববস্থাপনা সেবা প্রদানের ব্যবসায়িক মডেল তৈরি" শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করা।	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
১৩	"সিটি কর্পোরেশনসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি, পিট খালিকরণ, পরিবহণ এবং পরিশোধন সম্পর্কিত) প্রযুক্তি উদ্ভাবন" সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা।	বাৎসরিক	২০,০০০,০০০	৩	৬০,০০০,০০০
১৪	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন এবং অন্তর্ভুক্ত করা।	থোক	১৫,০০০,০০০	১	১৫,০০০,০০০
১৫	স্নাতকোত্তর (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) পর্যায়ে গবেষণা ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রদান করা।	থোক	১,০০০,০০০	১০	১০,০০০,০০০
	উপ-মোট (গবেষণা ও পাঠ্যসূচি উন্নয়ন)				২১০,০০০,০০০

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম বিবরণ	একক	একক হার (টাকা)	সংখ্যা	মোট খরচ (টাকা)
গ	সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচারণা এবং লার্নিং শেয়ারিং				
১৬	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচি/অনুষ্ঠান আয়োজন করা	বাৎসরিক	১০,০০০,০০০	৩	৩০,০০০,০০০
১৭	বাংলাদেশে এফএসএম সম্মেলনের আয়োজন করা	থোক	১০০,০০০,০০০	১	১০০,০০০,০০০
১৮	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল তৈরি এবং প্রচার করা	বাৎসরিক	৩০,০০০,০০০	৩	৯০,০০০,০০০
১৯	শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংবলিত আচরণ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ও প্রচার করা	বাৎসরিক	১৫,০০০,০০০	৩	৪৫,০০০,০০০
২০	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার শিক্ষণীয় এবং ভাল দৃষ্টান্তগুলো সংকলন করা এবং সেগুলো সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ও পেশাজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা	বাৎসরিক	১০,০০০,০০০	৩	৩০,০০০,০০০
২১	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ / নীতি নির্ধারক / সিদ্ধান্ত দাতা / বাস্তবায়নকারীদের জন্য এক্সপোজার ভিজিট আয়োজন করা	বাৎসরিক	৩০,০০০,০০০	৩	৯০,০০০,০০০
২২	জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকারীদের জন্য এক্সপোজার ভিজিট (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, সিবিও ইত্যাদি) আয়োজন করা	বাৎসরিক	৩০,০০০,০০০	৩	৯০,০০০,০০০
	উপ-মোট (সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচারণা এবং লার্নিং শেয়ারিং)				**৪৭৫,০০০,০০০**
মোট (প্রথম তিন বছরের জন্য: ২০২১-২০২৩)					**৮০২,০০০,০০০**

৫.২ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য বাজেট

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পরিচালনার লক্ষ্যে ২০২১ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রণীত কর্মপরিকল্পনার জন্য একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে। টেবিল-৫ এ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনার জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনের একটি সম্ভাব্য বাজেট উপস্থাপন করেছে। তবে এটি সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে বাজেট প্রাক্কলনের জন্য একটি নমুনা হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এ নমুনাটি অনুসরণ করে সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে এফএসএম বাস্তবায়নের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশনকে তাদের নিজস্ব বাজেট তৈরি করতে হবে।

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এফএসএম সেবা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগুলোর ব্যয় সম্পর্কিত সম্ভাব্য ধারণা পাওয়ার জন্য পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ যানবাহন, সরঞ্জাম, জমি (যেখানে নতুন এফএসটিপি নির্মাণ বা এর উন্নীতকরণ/ সম্প্রসারণের জন্য জমি পাওয়া যায় না) এবং বিভিন্ন মানদন্ডে এফএসটিপি নির্মাণের ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জন্য অনুমিত এবং বাজেট প্রাক্কলন টেবিল-৫ এ দেওয়া হয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্যা ১৫,০০,০০০ এবং আয়তন ৪৬ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩২,৬০৯ জন।

টেবিল ৫: খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সফটওয়্যার এণ্ড হার্ডওয়্যার উপাদানগুলোর জন্য সম্ভাব্য বাজেট

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম বিবরণ	একক	সংখ্যা	একক হার (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)
১	সিটি কর্পোরেশনের জন্য পিট খালিকরণ এবং পরিবহণ সরঞ্জাম (৫০০ লিটার, ১,০০০ লিটার এবং ২,০০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন)				
	অনুমিতঃ (৫০০ লিটার ধারণক্ষমতা ৫ টি ট্রাক, ১০০০ লিটার ধারণক্ষমতা ৫ টি ট্রাক, ২০০০ লিটার ধারণক্ষমতা ১৫ টি ট্রাক)				
	৫০০ লিটার ধারণক্ষমতা	সংখ্যা	৫	৩,০০০,০০০	১৫,০০০,০০০
	১০০০ লিটার ধারণক্ষমতা	সংখ্যা	৫	৫,০০০,০০০	২৫,০০০,০০০
	২০০০ লিটার ধারণক্ষমতা	সংখ্যা	১৫	৮,০০০,০০০	১২০,০০০,০০০
	উপ-মোট				১৬০,০০০,০০০
২	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ/ মানউন্নয়ন/ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ এর জন্য জমি ক্রয়				
	অনুমিতঃ প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের জন্য ১.৫ একর জমি				
	জমি ক্রয়	একর	১.৫	৫০,০০০,০০০	৭৫,০০০,০০০
	উপ-মোট				৭৫,০০০,০০০

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম বিবরণ	একক	সংখ্যা	একক হার (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)
৩	নতুন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ				
	অনুমিত: প্রতি সিটি কর্পোরেশনে শহরব্যাপী সেবা প্রদানের জন্য এফএসটিপি নির্মাণ/ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ এর জন্য গড়ে ৫ কোটি টাকা				
	সিটি কর্পোরেশন জন্য এফএসটিপি	সংখ্যা	১	৫০,০০০,০০০	৫০,০০০,০০০
	পিট খালিকারক ট্রাক এর জন্য সীমিত প্রবেশ বা অপ্রবেশ্য পকেট এলাকাসমূহের জন্য ডিসেন্ট্রালাইজড পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নির্মাণ				
	অনুমিত: প্রতি সিটি কর্পোরেশনে এর জন্য গড়ে ৩০ লক্ষ টাকা				
	সিটি কর্পোরেশন এর জন্য ডিসেন্ট্রালাইজড পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা	সংখ্যা	১০	৩,০০০,০০০	৩০,০০০,০০০
	উপ-মোট				**৮০,০০০,০০০**
৪	স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থাদির মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নতকরণ, পর্যবেক্ষণ এবং অতিরিক্ত সরঞ্জাম সরবরাহ				
	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মিস্ত্রীদের যথাযথ ডিজাইন অনুযায়ী স্যানিটেশন কনটেইনমেন্ট ব্যবস্থা নির্মাণ/উন্নয়ন এবং সিটি কর্পোরেশন/শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাদের নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	থোক	১	২০০,০০০,০০০	২০০,০০০,০০০
	উপ-মোট				**২০০,০০০,০০০**
৫	দক্ষতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, যোগাযোগ এবং অন্যান্য উপকরণ				
	এফ এস এম বাস্তবায়নের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি	থোক	১	৩০,০০০,০০০	৩০,০০০,০০০
	উপ-মোট				**৩০,০০০,০০০**
সর্বমোট (সিটি কর্পোরেশন পর্যায়)					**৫৪৫,০০০,০০০**

উল্লেখ্য যে জাতীয় এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যাযের সম্ভাব্য বাজেটে মুদ্রাস্ফিতীর হার বিবেচনা করা হয়নি, যা জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে প্রকল্পসমূহে বিবেচনা করা আবশ্যক।

সংযোজনী-১: সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য সম্ভাব্য সাংগঠনিক কাঠামো

একটি সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ শহরটিতে উৎপাদিত সমস্ত ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ করবে। সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা, এলাকা, মানবসম্পদ এবং আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অর্গানোগ্রামটিতে ভিন্নতা থাকতে পারে। সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগটিতে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা নেতৃত্ব প্রদান করবেন, যিনি সরাসরি সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট করবেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্য দায়িত্বরত থাকবেন :

- বর্জ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন এবং অপসারণসহ পুরো শহরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- বর্জ্য সংগ্রহ/খালি করা, পরিবহণ, পরিশোধন, অপসারণ এবং পুনঃব্যবহারসহ পুরো শহরের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- সমস্ত ধরনের বর্জ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাপনা এবং সেগুলোর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ।
- বর্জ্য পানি এবং নর্দমায় ব্যবস্থাপনা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পাঁচটি শাখা নিয়ে গঠিত হবে। প্রতিটি শাখা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানদের দ্বারা পরিচালিত হবে, যারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান বরাবর রিপোর্ট করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা দ্বারা পুরো শহরের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে। এফএসএম শাখার কাঠামো সিটি কর্পোরেশনের মানব সম্পদ কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এফএসএম শাখার প্রধান দায়িত্বগুলো নিম্নে দেওয়া হয়েছেঃ

- সমগ্র সিটি কর্পোরেশন এলাকা (বাসাবাড়ি, বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, জনসমাগমস্থল, পাবলিক টয়লেট) হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করা, সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে পরিবহণ করা।

- পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

- পিট খালিকারকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস) নিশ্চিতকরণ।

ক) **স্যানিটেশন অফিসার -** তিনি এ শাখার নেতৃত্ব দেবেন, এফএসটিপির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করবেন, কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন, শ্রমিক/পিট খালিকারকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। স্যানিটেশন অফিসার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধানের নিকট রিপোর্ট করবেন।

খ) **সহকারী স্যানিটেশন অফিসার-** প্রশাসনিক ও আইনি সেবা প্রদানের বিষয়ে স্যানিটেশন অফিসারকে সহযোগিতা করবে এবং শাখার প্রতিদিনের কার্যক্রম তদারকি করবেন।

গ) **স্যানিটেশন ইন্সপেক্টর-** স্যানিটেশন ইন্সপেক্টরগণ পরিবহণ ও খালিকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রমিকদের কাজ তদারকি করবে। পিট খালিকরণ সেবার ক্ষেত্রে এই শাখার যোগাযোগের ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) **অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট-** তিনি শাখার নথিপত্র সংরক্ষণ এবং নিয়মিত প্রশাসনিক সহায়তার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

ঙ) **সহায়ক সেবাদানকারী-** রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষ্কার কাজের জন্য অফিস এটেনডেন্ট, পরিবহণ কাজের জন্য ড্রাইভার এবং হেলপার।

চ) **পিট খালিকারক-** পিট খালিকারকরা শহরের পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহণ এবং যথাযথ অপসারণ করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। সিটি কর্পোরেশন তাদের সেবার চাহিদা এবং বাজেটের প্রাপ্যতা অনুসারে পিট খালিকারকদের নিযুক্ত করবে। পিট খালিকারকরা সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পেতে পারে বা নাও পেতে পারে।

ছ) **পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের কর্মী-** পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের কর্মী/শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নৈশ প্রহরী।

সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত এফএসএম সেকশনের কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সেবার চাহিদা এবং আর্থিক সক্ষমতার উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।